গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং শিম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/ ৫৭৮ তারিখঃ ১৪ মে, ২০০৯

প্রজ্ঞাপন

বিষয়ঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ,মাদরাসা ও কারিগরি) মহিলা শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (স্কুল, স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ,মাদরাসা ও কারিগরি) বর্তমানে অন্ততঃ ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে একাধিকবার নির্দেশনাও জারি করা হয়েছে। কিন্তু দেশের সকল অঞ্চলভেদে মহিলা শিক্ষক প্রার্থীর অপ্রতুলতা বিবেচনা করে শিক্ষা ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলোঃ

২। **মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা-** (ক) নতুন স্থাপিত (খ) কোন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত নয় (এমপিওবিহীন) এবং (গ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা ক্ষেত্রমত, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত ও শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত) নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব স্তরের সকল শিক্ষা ধারার (সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহানগর ও পৌর এলাকার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত শিক্ষক পদসংখ্যার অন্ততঃ ৪০% পদে এবং অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত শিক্ষক পদসংখ্যার অন্ততঃ ২০% পদে অনুচ্ছেদ ৪ এর বিধান সাপেক্ষে, বাধ্যতামূলকভাবে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। মহিলা শিক্ষকের পদসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশ দেখা দিলে উহা যদি দশমিক পাঁচ বা ততোধিক হয় তাহলে পরবর্তী পূর্ণ সংখ্যা মহিলা শিক্ষক পদসংখ্যা হিসেবে গণ্য হবে।

৩। **নির্দেশাবলী লংঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা।-** অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত নির্দেশ লংঘন করা হলে অনুচ্ছেদ ৪ এর বিধান সাপেক্ষে, ক্ষেত্রমত,-

(ক) নতুন স্থাপিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা অধিভুক্ত কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত নয় (এমপিওবিহীন) এমন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান প্রাপ্তির (এমপিওভুক্তির) জন্য বিবেচিত হবে না;

(গ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা অধিভুক্ত ও শিক্ষক-কর্মচরীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত(এমপিওভুক্ত) কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুচ্ছেদ ২ এর বিধান লংঘনপূর্বক নিয়োগপ্রাপ্ত কোন শিক্ষকের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান(এমপিও) প্রদান করা হবে না। অধিকন্তু ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৪ অক্টোবর, ১৯৯৫ তারিখের শাঃ ১১/বিবিধ-৫/৯৪(অংশ-৬) ৩৯৪,৩৯৫,৩৯৬ ও ৩৯৭ নম্বর স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রসমূহের যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ১৮,১৫,১৭ ও ১৮ এর উপানুচ্ছেদ (১) এর দফা (২) প্রযোজ্য হবে।

৪। **মহিলা শিক্ষক না পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতি।-** (১) মহানগর ও পৌর এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত সংখ্যক পদে মহিলা শিক্ষক নেই সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক পদ শূন্য হলে নির্ধারিত সংখ্যক মহিলা শিক্ষক পদ পূরণকল্পে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যথাঃ

নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) কেবল মহিলা প্রার্থীগণের নিকট হতেই আবেদনপত্র আহ্বান করবেন। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্যই **' পুরুষ প্রার্থীগণের আবেদন করার প্রয়োজন নেই '** বাক্যটি উল্লেখ থাকবে।

(খ) দফা (ক) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের পর কোন মহিলা প্রার্থী পাওয়া না গেলে একইভাবে দ্বিতীয়বার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন।

(গ) দফা (ক) ও (খ) অনুসারে দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরও মহিলা প্রার্থী না পাওয়া গেলে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি প্রচারে মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রমে অগ্রসর হবেন। এরূপ অবস্থায় পুরুষ প্রার্থীকেও নিয়োগ দেয়া যাবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন সকল বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকা এবং একটি স্থানীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করবেন। বিজ্ঞপ্তির একটি করে অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে প্রেরণ করবেন। প্রার্থীগণের আবেদনপত্র দাখিলের জন্য অন্ততঃ ১৫ দিনের সময় দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।

(৩) সর্বশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রম বাতিল হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন নতুনভাবে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদে নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণে মহিলা শিক্ষকের স্থলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা হলে উক্ত নিয়োগের পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্রমত,-

(ক) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা অধিভুক্ত কিন্তু শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত নয় (এমপিওবিহীন) এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সমাপ্তির অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে যে সকল পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে উহাদের মূলকপিসহ নিয়োগবোর্ডের সুপারিশের সত্যায়িত কপি এবং নিয়োগ অনুমোদন বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটি বা ক্ষেত্রমত, গভর্ণিং বডির সভার কার্যবিবরণীর সংশ্লিষ্ট অংশের সত্যায়িত কপি জেলা শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করবেন।

(খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা অধিভুক্ত ও শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ সমাপ্তির অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে দফা (ক) তে বর্ণিত পত্রিকার মূলকপিসহ নিয়োগকৃত শিক্ষকের বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান প্রাপ্তির (এমপিওভুক্তির) আবেদন জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট এবং কারিগরি শিক্ষা ধারার ক্ষেত্রে, মহা পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন।

(৫) বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান প্রাপ্তির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ করা হয়ে থাকলে উপ অনুচ্ছেদ (৪) এর দফা (খ) অনুসারে প্রেরিত আবেদন বিবেচনাক্রমে মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বা ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি অনুদান(এমপিও) মঞ্জুর করবেন।

(৬) মহানগর ও পৌর এলাকায় কোনক্রমেই মহিলা শিক্ষকের স্থলে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে না।

৫। শিথিলকরণ।- এই প্রজ্ঞাপনের ভিন্নরূপ নির্দেশনা সত্ত্বেও (ক) হাওড় এলাকা যথাঃ মহানগর ও পৌর এলাকা ব্যতীত সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা (খ) খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবন পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা শহর ব্যতীত উক্ত জেলাসমূহের অন্যান্য এলাকা এবং (গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৯ এপ্রিল ২০০৪ তারিখের মপবি/মাপ্রস/২(১৪৩)/২০০২-২০০৪/৪৯ নং স্মারকে দুর্গম উপজেলা হিসাবে চিহ্নিত নিম্নোক্ত উপজেলাসমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত শিথিলযোগ্য বিবেচিত হবেঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম
১.	ভোলা	মনপুরা	১০.	বাগেরহাট	শরণখোলা
২.	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	১১.	খুলনা	দাকোপ
৩.	কুমিল্লা	মেঘনা	১২.	খুলনা	কয়রা
৪.	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	১৩.	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর
৫.	কক্সবাজার	মহেশখালী	১৪.	কুড়িগ্রাম	রাজিবপুর
৬.	নোয়াখালী	হাতিয়া	১৫.	কুড়িগ্রাম	রৌমারী
৭.	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	১৬.	নওগাঁ	আত্রাই
৮.	মাণিকগঞ্জ	দৌলতপুর	১৭.	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী
৯.	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া			

৬। **রহিতকরণ**।- (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১-১১-২০০৭ তারিখের শিম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/১৮৩৫ নং স্মারকে জারিকৃত পরিপত্রের কার্যকরিতা এতদ্বারা রহিত করা হলো।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও-

(ক) উল্লিখিত পরিপত্রের অধীন কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন নিয়োগ কার্যক্রম গৃহীত হয়ে থাকলে তা উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসারেই নিষ্পত্তি হবে;তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে না। এমপিওভুক্তির জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য শর্ত বা শর্তাবলী পূরণ করা হলে মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বা ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করবেন।

(খ) সকল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী প্রতিষ্ঠান প্রধান (অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক, সুপারিনটেন্ডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেন্ডেন্ট) পদ পূরণের ক্ষেত্রে পূর্বের ন্যায় মহিলা শিক্ষকের পদপূরণ শর্ত হিসেবে গণ্য হবে না।

(গ) গণিত, ইংরেজি, শরীর চর্চা, আরবী, কোরআন ও হাদিস বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা শিথিলকরণ পূর্বের ন্যায় ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত বহাল থাকবে।

(৩) এই প্রজ্ঞাপন কোনক্রমেই মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেকার কোন নির্দেশাবলীর কোন অংশেরই শিথিলকরণ নয়। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে যে সকল পরিপত্র জারি করা হয়েছে সে সকল পরিপত্র কার্যকর থাকাবস্থায় উহার বা উহাদের অধীন গৃহীত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসারে নিষ্পত্তি হবে।

স্বাক্ষরিত/
(সৈয়দ আতাউর রহমান)
সচিব

উপ নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশপূর্বক প্রকাশিত গেজেটের ৩০০০ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)

নং শিম/শাঃ১১/৫-১(অংশ)/৫৩৮/১(৯) তারিখঃ মে, ২০০৯

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১। উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও অর্থ)/ (উন্নয়ন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩। যুগ্ম-সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ,/কারিগরি ও মাদরাসা), শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, / মহা-পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫। চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৬। পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
৭। উপ-সচিব(মাধ্যমিক/ বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ/কারিগরি ও মাদরাসা) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(মোঃ ইমরুল চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব